যেভাবেই হোক জামাত ঠেকাও

দ্বিতীয় পর্ব

ফেরদৌস আরেফীন
abbe_hala@yahoo.com

কিছুদিন আগে জামাত-এ-ইসলামি বাংলাদেশ -এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের বিতর্কিত (আমার দৃষ্টিতে) দিকগুলো নিয়ে এই লেখাটিরই প্রথম পর্ব লিখেছিলাম। সেখানে আমি জামাতের নিজস্ব কথাগুলোর মাঝেই কিভাবে তাদের কট্টরপন্থী মনোভাব ফুটে উঠেছে - তা বলার চেষ্টা করেছিলাম। আজ এই দ্বিতীয় পর্বে আমি জামাতের বর্তমান অবস্থা ও তাদের রাজনৈতিক কলাকৌশল এবং এর পাশাপাশি **জামাতের কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও তাতে এই সরকারের প্রশ্রয়** বিষয়ে কিছু ধারনা দিতে চাই।

বিগত বছরগুলোতে জামাতের কীর্তি-কলাপ এবং অথর্ব জোট সরকারের মৌনতা ঃ

বি.এন.পি যখন জামাতের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই বোঝা যাচ্ছিল যে জামাতকে বি.এন.পি অনেক বিষয়েই ছাড় দেবে। বিষয়টা আরো পরিষ্কার হল নির্বাচনের আগেই, যখন বি.এন.পি **কর্নেল অলি আহমেদের** মত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবীন নেতাকে মনোনয়ন না দিয়ে জামাতের একজন সদস্যকে মনোনয়ন দিলো। দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায় ৩৫হাজার ভোটের ব্যাবধানে পরাজিত হন। নির্বাচনে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় বসলো বি.এন.পি-জামাত জোট সরকার। এরপর থেকেই জামাত একের পর এক রাষ্ট্র বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী এবং সন্ত্রাসী-হিংস্র কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকলো - সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে। জামাতের এসব কুকর্মের লিস্ট এতই লম্বা যে, একটি আর্টিকেলে সব বলা সম্ভব নয়। আর এসব কুকর্মের একটিরও বিচার হওয়া তো দুরে থাক - অধিকাংশের বিরুদ্ধে মামলাও হয়নি।

২০০১-এ ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত জামাতের দুই কুখ্যাত রাজাকার মন্ত্রীর একজনও কোন জাতীয় দিবসে শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ কিংবা বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে যাননি। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বা বি.এন.পির কোন নেতা-এমপি-মন্ত্রী কেউ কোন প্রতিবাদও করেননি। সে সময় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **বাচাল আলতাফ** এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুষ্পমাল্য দেয়ার চেয়ে না দেয়াটাই ভাল, এতে বরং গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।" ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে বি.এন.পি সরকারী নিয়ম ভঙ্গ করাটাকেও গনতন্ত্র বানিয়ে ফেললো। জামাতের মন্ত্রীদের ইচ্ছা রক্ষার্থে তারা সরকারী প্রটোকলেরও ধার ধারলো না।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

জামাতের ক্ষমতায় থাকার সবচেয়ে খারাপ প্রভাবটি পড়েছে এ দেশের শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। বিশেষ করে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৮ম শ্রেনীর পাঠ্যবইতে জাতির পিতা হিসেবে **কায়েদে আজম জিন্নাহ্** -এর নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্কুল কলেজের বই থেকে অনেক সত্য মুছে ফেলে মিথ্যা মনগড়া কিছু কথা লেখা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, নেতাজী সুভাষ বসু -এদের নাম মুছে দেয়া হয়েছে। সকল ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইএর ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ছবি বাদ দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর পরিচয়ের বর্ননায় **জাতির পিতা** কোথাও লেখা হয়নি। বরং সবগুলো বইতেই জিয়ার মতন একজন তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষক ও খুনীর ছবি শোভা পাচ্ছে। কোন কোন বইতে খালেদা বিবির হাস্যোজ্বল মুখখানাও চোখে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস থেকে লালসালু কেটে দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসার পাঠ্য বইতে আবু-আলা-মওদুদীর বিস্তৃত পরিচয় ও তার বিতর্কিত মতবাদগুলো বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষ্যামন্ত্রী মিলন সাহেব নকল প্রতিরোধ করার নামে সমস্ত পাঠ্যপত্রগুলোকে মিথ্যা কথার পঁচা বস্তা বানিয়ে ফেলেছেন। আর এ সবই হয়েছে জামাতের প্ররোচনাতেই।

সৃষ্টিকর্তার চেয়েও একধাপ ওপরে উঠে জামাত এখন মানুষের ধর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম বানানোর জন্য জামাত উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কাদিয়ানী মসজিদে দয়িত্বের সঙ্গে জামাত ও এর দোসররা **উপাসনালয়** ব্যানার টানিয়ে দিচ্ছে। ঢাকার নাখালপাড়ার কাদিয়ানী মসজিদে তো পুলিশ নিজের হাতে **"কাদিয়ানী উপাসনালয় - মুসলমানরা মসজিদ ভাবিয়া ধোঁকা খাইবেন না"** লেখা সম্বলিত ব্যানার টানিয়ে দিয়েছে। আর বি.এন.পি কি করল? কাদিয়ানদের সমস্ত প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দিল। দেখুন, একেই বলে প্রেম। জামাতের রাজাকারদের প্রেমে বেগম জিয়া এতই হাবুডুবু যে, এমন একটা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত নিতে তার বিন্দুমাত্র বাঁধেনি। ছিঃ।

পাক সার জমিন সাদ বাত লেখার অপরাধে অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বরোচিত হামলার পর এ পর্যন্ত মামলার বিন্দুমাত্র অগ্রগতি নেই। মৃত্যুর আগে হুমায়ুন আজাদ তার উপর হামলাকারীদের একজনকেও গ্রেফতার হতে দেখে যেতে পারলেন না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ক্যাডাররা শিক্ষকদের প্রচন্ড মারধর করার পরও একজনও শিবিরকর্মী গ্রেফতার হয়নি। ১৫/২০ জন শিবিরকর্মীর নাম পত্রিকাতেও এসেছিল। সরকারের নজরে বুঝি তাও পড়েনি।

বাংলা ভাই ও তার সঙ্গে জামাতের সুসম্পর্ক এবং এই সম্পুর্ন বিষয়টি নিয়ে সরকারের সাজানো নাটকগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য **শাহরিয়ার কবিরের Jamat-i-Islami of Bangladesh and the Regional Jihadi Networks** -এই লেখাটিই যথেষ্ট। না পড়া থাকলে - **http://www.mukto-mona.com/Articles/shahriar/jamat.htm** লিংকটি থেকে পড়ে নিন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাঙলাদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় যার অধীনে দেশের সমস্ত কলেজগুলোর লেখাপড়া ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়) বর্তমান ভি.সি হলেন **আফতাব উদ্দিন**। এই সেই লোক যে ২০০১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকা অবস্থায় জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি রচনা করে নিন্দিত হয়েছিলেন। জামাতের ঘোর সমর্থক এই নরপশু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সির নিয়োগ পাবার পর নিজামীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। বুঝুন অবস্থা।

বিগত দুই বছরে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্রাধিক অবৈধ নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার প্রায় সবই শিবির কর্মী। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলেও প্রশাসন একেবারেই নিরব। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সিও কট্টর জামাত সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

মন্ত্রনালয় থেকে শুরু করে সরকারের বড় বড় পদে জামাতপন্থীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে ইচ্ছামত। তারা ক্ষমতায় বসে জামাতি ফতোয়া দিতেও ভয় পাচ্ছে না। উদাহরন হিসেবে ময়মনসিংহের বর্তমান জেলা প্রশাসকের কথা বলা যায়। তিনি এ বছরের ১লা বৈশাখে, ময়মনসিংহের প্রতি বছর ১লা বৈশাখ উদযাপনের স্থান জয়নুল আবেদীন পার্কে কোন মেলা ও অনুষ্ঠান তো হতেই দেননি, বরং ঐ স্থানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন। হাস্যকর চরিত্রের এই ডি.সি এখন ঐ পার্কটির গেইট বন্ধ করে দিয়েছেন - প্রেম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে।

জামাতের ভয়ে সরকার মহিলা কুস্তি বন্ধ করে দিয়েছে। মন্ত্রী পটল মহাদয় নাকি ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রথম আলো, জনকণ্ঠ সহ বেশ কয়েকটি পত্রিকা থেকে জানা যায়, মন্ত্রী নিজেও নাকি অনেক চেষ্টা-তদবির করে বিফল হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলো কোন এক ইসলামী গোষ্ঠির নেতার সাক্ষাৎকারও ছেপেছিল যাতে ঐ ব্যাক্তির ঔদ্ধত্ব পরিষ্কার বোঝা যায় **"ইসলামিক ফাউন্ডেশন তো আমরাই চালাই"** কিংবা **"... ঐ সব দেশকে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র বলে স্বীকার করি না"** এইসব মন্তব্যের দ্বারা। পরবর্তীতে সরকারের এক সচিব প্রথম আলোকে জানান যে, এই মহিলা কুস্তি বন্ধ করার পিছে দুজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর হাত আছে। এ দুজন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন মহিলা কুস্তি বন্ধ করতে। আপনাদের কি বলে দেবার দরকার আছে এ মন্ত্রীদুজন কারা?

সরকার ২০০৩ সনে ঢাকায় মহিলা ট্রাফিক নিয়োগ দিয়েছিল। প্রসংশিত এ উদ্যোগটও ভেস্তে গেছে নিজামী সাহেবের অনুরোধে। বুঝুন অবস্থা। **"চাকুরির নামে বেলাল্লাপনা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়"** -নিজামীর এ মন্তব্যের পর ঢাকার পথে আর কোন মহিলা ট্রাফিক চোখেই পড়েনি।

এসব ছাড়াও জামাতের আরো হাজার হাজার কুকীর্তি আছে, যেগুলোতে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। জামাতের ক্ষমতার বরাতে **বি.এন.পি-জামাত জোট** ইতিমধ্যেই **জামাত-বি.এন.পি জোট** -এ রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ জামাতই এখানে মূখ্য ভূমিকায় আছে। ইতিমধ্যে **গ্রাম সরকার** প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের আনাচে কানাচে জামাতকে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রদর্শনের ব্যাবস্থাও সরকার করে দিয়েছে। কেননা **গ্রাম সরকার** মূলত জামাত-শিবিরের নেতাদের নিয়েই গঠিত।

এর পরেও কি আমরা জামাতকে ঠেকাতে পারবো মনে হয়?

(চলবে ...)

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com